দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় প্রহর

অভিজিৎ রায়

৩০ জানুয়ারী, ২০০৫

এমন তো নয় যে কিবরিয়া সাহেব মারা যাওয়ার আগে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছিল না। বোঝা আসলে যাচ্ছিল অনেক আগে থেকেই- সেই উদীচীর গানের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা কিংবা রমনা বটমূলে বোমা হামলার পর, কিংবা হয়ত নির্বাচনের পর জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই - যখন নির্বিচারে সংখ্যালঘুদের (দুঃখিত এই 'সংখ্যালঘু' শব্দটিকে আভিধান থেকে তুলতে পারছি না কিছুতেই) উপর নির্বিচারে গন-আক্রমণ শুরু হল (এই গণ-আক্রমণের মধ্যে চড় থাপ্পর, মৌখিক ভয় ভীতি থেকে শুরু করে খুন ধর্ষন, জমি-জমা লুট-পাট, দেশ ত্যাগে বাধ্য করা সব কিছুই আছে)। নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় পোড় খাওয়া অভিজ্ঞজনেরা বলছিলেন, দেশে একটা নয়া মেরুকরণ শুরু হয়েছে। মুক্ত-মনার কিছু সাহসী সদস্য বিভিন্ন ফোরামে আর অন-লাইন পত্র-পত্রিকায় আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বলতে শুরু করেছিলেন - 'আসলে এ আলামত খুব পরিস্কার; দেশ আসলে তালিবানিজমের দিকে যাচ্ছে। দেশটাকে আবার পাকিস্তান বানানোর পায়তারা শুরু হয়ে গেছে।' সেগুলো ছিল ২০০২ সালের ঘটনা, যখন বার্টিল লিনটার এবং এলেক্স পেরীর তথাকথিত 'বাংলাদেশ বিরোধী' লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। মোল্লারা তো বটেই 'সেক্যুলার' বলে দাবীদার প্রগতিমনারা পর্যন্ত মুক্ত-মনাদের এই শক্ত কথাবার্তা হজম করতে পারলেন না। এক 'ধর্ম নিরপেক্ষ' ডাক্তার ভদ্রলোক লিখতেন তখন *এনএফবি* র পাতায়। উনি তো রীতিমত প্রতি-বিপ্লবের হাঁক পাড়লেন এই বলে যে তিনি নাকি দেশের 'ভাবমূর্তি' ক্ষুন্নকারী এই সব বাংলাদেশ বিরোধী 'দেশদ্রোহী' মুক্ত-মনাদের মুখোশ উন্মোচন করবেন অচীরেই। বাংলাদেশ নাকি আসলে পর-মত আর পর ধর্মসহিষ্ণু 'মডারেট মুসলিম স্টেট'। এখানে ওখানে বোমাবাজিতে দু' একজন মরছে বটে, কিন্তু সেগুলো স্রেফ বিচ্ছিন্ন ঘটনা। মোটেই তালিবানিজমের দিকে যাওয়ার কোন নিদর্শন নয়।

তারপর গঙ্গা-যমুনার উপর দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। প্রিন্সিপাল গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী খুন হয়েছেন, ধরপাকর আর নির্যাতন চলেছে শাহরিয়ার কবীর, মুন্তাসীর মামুন, সালীম সামাদের উপর। বাংলা একাডেমীর বই মেলার সামনে চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন বরেন্য সাহিত্যিক ডঃ হুমায়ুন আজাদ। সময় সময় প্রাণ-নাশের হামলা হয়েছে বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ডঃ কামাল হোসেন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ডঃ মহীউদ্দিন খান আলমগীর এবং মিস জেবুন্নেসার মতন ব্যক্তিত্বদের উপর। এলোপাথারি গুলিতে নিহত

হয়েছেন আহসান উল্লাহ মাস্টার। গ্রেনেড হামলা হয়েছে ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর উপর, মেয়র বদর উদ্দীন কামরানের গাড়িতে, ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামীলিগের সমাবেশে, বটেশ্বরে আর শেষ পর্যন্ত হবিগঞ্জে। এর মধ্যে আনোয়ার চৌধুরী প্রায় অলৌকিকভাবে রক্ষা পেলেও মৃত্যুকে এড়াতে পারেন নি আইভি রহমান কিংবা প্রাক্তন অর্থ মন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া। ১৯৯৯ সালে উদীচীর উপর হামলার পর থেকে ১৮ টি বড় সড় বোমা হামলায় মোট ১৪১ জন মারা গেছেন আর আহত হয়েছেন ১ হাজার ৮৩ জন। খোদ সিলেট বিভাগেই ঘটেছে আটটিরও বেশী গ্রেনেড আর বোমা হামলা। কিন্তু অবাক ব্যাপার হচ্ছে বোমা হামলা কিন্তু কখনওই ঘটেনি গোলাম আজমের গাড়ীতে, নিজামীর বাড়িতে, সাকা চৌধুরীর মেয়ের বিয়েতে কিংবা খালেদা জিয়ার কোন জনসভায়। সবগুলো হামলাই হয়েছে হয় পহেলা বৈশাখ (রমনা বটমূল), সিনেমা হল, যাত্রা, নাচ-গানের মত 'স্যেকুলার' (পড়ুন 'শরীয়ত-বিরোধী') অনুষ্ঠানে, নয়ত প্রগতিশীল (পড়ুন 'কাফের', 'মুনাফেক' কিংবা 'ভারতীয় চর') ব্যক্তিত্ব কিংবা সংগঠনের উপর। ব্যাপারটা কি নিতান্তই কাকতালীয়?

'আলোচনা' নামে একটা ফোরাম আছে -প্রবাসী 'দেশপ্রেমিক' বাঙ্গালীদের। গত ২৩ এ জানুয়ারী এলিজা গ্রিসওলডের 'The Next Islamist Revolution?' প্রবন্ধটি প্রকাশ হবার পর দেখলাম তাদের একজন সদস্য 'Media Alert' ধ্বনি দিয়ে 'দেশের সুনাম ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা'র বিরুদ্ধে সবাইকে একজোট হতে আহ্বান জানিয়েছে। এবিএম মুনসি নামের এক 'আইনজ্ঞ' ভদ্রলোক (*এই ভদ্রলোক একবার আমাকে ই-সমাবেশ নামক একটি ফোরাম থেকে আমাকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন স্রেফ আমি নাস্তিক হবার কারণে, পরে সাধারণ সদস্যদের প্রতিবাদে নিজেই পাত্তাড়ি গুটিয়েছিলেন*) তার জ্বালাময়ী ভাষায় লেখা প্রবন্ধে যথারীতি 'ভারতীয় নীল নক্সা' আর 'দেশদ্রোহিতা' আবিস্কার করে ফেলেছেন। এদের স্বঘোষিত 'দেশপ্রেমের' সংজ্ঞা আমি সত্যই বুঝি না। কার্পেটের নীচে তথ্য পুরে রেখে দেশকে যে কোন মূল্যে উপরে তুলে ধরে রাখার নামই কি 'দেশপ্রেম'? দুঃখিত, সে ধরনের 'বাংলাদেশের উবার এলিস' রোগে আমি অন্ততঃ আক্রান্ত নই। গত বছর মে মাসের পুরোটা জুড়ে 'বাংলা ভাইকে' নিয়ে সিরিজ আকারে সম্পাদকীয় লিখেছিল দেশের সকল সংবাদপত্রগুলো। বাংলা ভাইয়ের ক্যাডারদের মানুষ মেরে গাছে ঝুলিয়ে রাখা, কিংবা তিনটুকরো করে লাশ বস্তাবন্দী করে রাখার খবর ফলাও করে প্রচারিত হলেও 'বাংলা ভাই' কিন্তু আজও গ্রেফতার হয় নি, অগ্রাহ্য হয়েছে খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশও। 'নাফরমান, মুরতাদ' ঠোঁট-কাটা হুমায়ুন আজাদের কথা না হয় বাদই দিলাম, গ্রেনেডধারীদের 'জ্বীহাদী জোশ' থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেলেন না মিতভাষী জনাব কিবরিয়াও। এত কিছুর পরও দেশপ্রেমিকদের 'ভাবমূর্তি'র পোকা মাথা থেকে নামছেই না, বাংলাদেশ নাকি তারপরও 'মডারেট মুসলিম স্টেট'। আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর উপর যখন প্রথম গ্রেনেড হামলা হয়েছিল তখনই সম্পাদকীয় কলামে আবেদ খান লিখেছিলেন -

‘বাংলাদেশকে যারা মডারেট মুসলিম কান্ট্রি বলে সার্টিফিকেট দেন, যারা জামাতে ইসলামীকে মনে করেন ‘মডারেট ইসলামিক পার্টি’, যারা মনে করেন বাংলাদেশে তালিবানী তৎপরতার তথ্যটি কতিপয় দেশী-বিদেশী সাংবাদিকের কল্পণা প্রসূত - তাদের এখন দেশের সরকারের চরিত্র নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে’ ভোরের কাগজ (২২ প্ম ২০০৪, শনিবার । ৮ প্লজস্নদ্র ১৪১১)

সেই আবেদ খানই কিবরিয়া নিহত হবার পর জনকণ্ঠে লিখেছেন :

‘আজ এ কথা দৃঢ়ভাবে বলার সময় এসেছে যে শয়তান ও শৃগালের খপ্পরে পড়েছে এই দেশ এবং এই দেশের মানুষ। এদের হাতে মানুষের জীবন নিরাপদ নয় একবিন্দুও। অনেকে বলেন, এমনকি বিদেশী সাংবাদিকরাও বিভিন্ন সময়ে এটি লেখার চেষ্টা করেছেন যে, এই দেশে তালেবানী শাসন কায়েমের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি বলি চেষ্টাটেষ্টা নয় - এই দেশে আসলে আধুনিক তালেবানী শাসনই চলছে। দিনের পর দিন এটাকে পোক্ত করা হচ্ছে মাত্র।’ (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ জানুয়ারী, ২০০৫)

মুন্তাসীর মামুনের কণ্ঠেও দেখা যাচ্ছে একই সুর -

‘নিজামী খালেদার শাসনামলে যে হত্যাজজ্ঞ শুরু হয়েছে তার ইতি এখানেই ঘটবে না। যেদিন থেকে তারা ক্ষমতায় এসেছে সেদিন থেকেই আমরা বলেছি বাংলাদেশ এখন জিয়াউল হকের পাকিস্তান ও তালেবান আমলের আফগানিস্তান হয়ে যাবে। যারা তখন আমাদের অর্বাচীন বলেছিলেন তাদের বক্তব্য আমরা এখন শুনতে চাই। (ভোরের কাগজ, ২৯ জানুয়ারী, ২০০৫)

আবেদ খান বা মুন্তাসীর মামুনদের মত আমরাও এখন জানতে চাই সেই সব ‘উবার এলিস’ সিন্ড্রোমে আক্রান্তদের দূরদর্শী বক্তব্য যারা একসময় আমাদের ‘দেশদ্রোহিতা’র অপবাদ দিয়ে নামে-বেনামে মুক্ত-মনাদের গালিগালাজ করেছিলেন। মুক্ত-মনারা বন্যার সময় রৌমারীতে স্কুল তুলেছে, কিংবা হুমায়ুন আজাদের জন্য মরণোত্তর ফান্ড গঠন করেছে, কিংবা দুর্ঘটনাকবলিত শাহরিয়ার কবিরের দুঃসময়ে সাহায্য করেছে সেই অজুহাতে হঠাৎ করেই ‘দেশপ্রেমিক’ সাজতে চাইছে না, আমাদের আজ পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে সেদিনকার লেখাগুলোতে কি এমন দেশদ্রোহিতার গন্ধ তারা পেয়েছিলেন।

মোহাম্মদ আরাফাত নামের একজন মুক্ত-মনা সদস্য আমাকে অনুরোধ করেছেন আমি যেন আলোচনা নামক ‘দেশপ্রেমিক’দের ফোরামে গিয়ে তাদের যেন জবাব দেই। আমি কি জবাব

দেব ওই 'দেশপ্রেমিক'দের? যে দেশে নিজামীরা সগৌরবে মন্ত্রিত্ব উপভোগ করে আর তারস্বরে ঘোষনা করে - 'একাত্তরে আমরা ভুল করি নাই', আর অপর দিকে জাহানারা ইমামের মত ব্যক্তিত্বকে মৃত্যুবরণ করতে হয় 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' অপবাদ মাথায় নিয়ে, দেশদ্রোহিতার কারণে কারাবরণ করতে হয় শাহারিয়ার কবির বা মুন্তাসির মামুনদের, সে দেশের 'মডারেট' তকমাধারী আত্মতৃপ্ত সদস্যদের ঘুম ভাঙ্গানোর চেষ্টা ভাল বাংলায় যাকে বলে -'স্রেফ বাতুলতা' মাত্র।

'মডারেট আর টলারেন্ট জাতির' তকমা বুকে এঁটে দুঃস্বপ্নের প্রথম প্রহর আমরা পার করেছি অনেক আগেই। এখন দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় প্রহরে তাঁদের 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' যদি ভাঙ্গে, সেই প্রত্যাশায় আমার পুরোনো একটি লেখা (*যুক্তির আলোয় দেশের ভাবমুর্তি এবং দেশপ্রেম*, ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লিখিত) সংযোজন করে দিলাম।

যুক্তির আলোয় 'দেশের ভাবমুর্তি' এবং 'দেশপ্রেম'

অভিজিৎ রায়।

www.mukto-mona.com

"Patriotism is a kind of religion; it is the egg from which wars are hatched."- Guy de Maupassant in 'My Uncle Sosthenes'

১

দেশপ্রেম নিয়ে লেখার ইচ্ছেটা আসলে পুরোণো। আনেকদিন ধরেই মনে ঘুরছে লেখাটা। কিন্তু বিগত নির্বাচনের পর পরই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সংখ্যালঘু জনগনের উপর নির্যাতনের কাহিনী দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে আর ইন্টারনেটে প্রকাশের পর একটি মহলের 'দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তের' গন্ধ পাওয়া, এর কিছুদিন পরই দেশদ্রোহিতার অভিযোগে শাহরিয়ার কবিরের কারাবরণ, হংকং থেকে প্রকাশিত ফার ইস্টার্ন রিভিউতে বার্টিল লিনটারের 'বিতর্কিত' নিবন্ধের মাধ্যমে 'দেশের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা'র রহস্য উদঘাটন, অল্প ক' দিনের মধ্যেই মুন্তাসির মামুন, সালিম সামাদ সহ দেশী-বিদেশী অধ্যাপক আর সাংবাদিকদের সময় সময় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার, ময়মনসিংহ এবং দিনাজপুরে সাম্প্রতিক বোমাবাজির ঘটনা, আমেরিকায় সন্দেহভাজন দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে নিবন্ধীকরণের পিছনে কতিপয় 'মীরজাফরের' ভূমিকার সন্ধান লাভ, আর অতি সম্প্রতি নিউইয়র্কে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের জনসভা এবং

তাতে বিশেষ করে আবদুল গাফফার চৌধুরীর কিছু মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ার পর নতুন করে সংবেদনশীল এই বিষয়টি নিয়ে লেখার তাগিদ অনুভব করলাম।

প্রিয় পাঠক প্রবন্ধটি শুরুর পুর্বে একটি ছোট্ট প্রশ্ন। আমায় বলুন তো, 'দেশ' ব্যাপারটি আসলে কি? সাদা চোখে কিন্তু দেশের মাটিকে আর ফল-মূল, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালাকেই দেশ বলে মনে করা হয়, তাই না? বাংলাদেশ টিভির দেশাত্মবোধক গানগুলির একটু স্মরণ করুন। কি মনে পড়ছে? ব্যকগ্রাউন্ডে 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার প'রে ঠেকাই মাথা' বা 'ফুলে ও ফসলে রাঙ্গা মাটি জলে' ধরনের গান বেজে চলছে আর দেশকে তুলে ধরতে টিভি পর্দায় বারে বারেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হচ্ছে পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, ফুল-ফল আর সুজলা-সুফলা বাংলার প্রকৃতিকে। সিনেমায়, যাত্রায়, নাটক-উপন্যাসে, নেতা-নেত্রীর বক্তৃতায় যখন ই দেশ আর দেশপ্রেমের প্রসংগ এসেছে, সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করতে বার বার বোঝানো হয়েছে দেশ মানে হচ্ছে এই 'পবিত্র ভূমি' আর নদী-পাহাড় সমৃদ্ধ শস্য-শ্যামল প্রকৃতি, অন্য কিছু নয়। দরকার হলে রক্ত পর্যন্ত ঢেলে দিয়ে এই পবিত্রভূমির অখন্ডতা আর তার ভাবমুর্তি রক্ষার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে আজ দেশপ্রেমিক শক্তির কাছে!

কিন্তু ঢালাও প্রচারণা আর ক্রমাগত মগজ ধোলাই-এ দেশ আর দেশপ্রেমের যে সংজ্ঞা গণ মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা কিন্তু এক নির্জলা মিথ্যা আর প্রতারণামাত্র। একজন যুক্তিবাদী মানুষমাত্রই বোঝেন, দেশ মানে দেশের মাটি নয়, দেশ প্রেম মানে কখনই দেশের মাটির প্রতি বা প্রাণহীন নদী-নালা আর পাহাড়-পর্বতের জন্য ভালবাসা হতে পারে না। দেশ প্রেম মানে হওয়া উচিৎ দেশের মানুষের প্রতি প্রেম; লাঞ্ছিত, বঞ্চিত অবহেলিত গণ-মানুষের প্রতি ভালবাসা। আমরা সকলেই জানি রাষ্ট্রের একটি প্রধানতম উপাদান হল জনসমষ্টি। এই জনসমষ্টিকে বাদ দিয়ে শুধু কতকগুলি প্রাণহীন নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত আর মাটির প্রতি ভালবাসা সৃষ্টিকে আর যাই বলা হোক, 'দেশ-প্রেম' বলে অভিহিত করাার কোন যৌক্তিকতা নেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে লিখেছিলেন,

> *'দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, দেশ চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয়, তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা, সুফলা মলয়শীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটান ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দেশ তো উপাদানমাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতুকু গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি শুকিয়ে যায়, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মরিবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্য-কথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষে তৈরী।'*

রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপারটি প্রায় একশ বছর আগে বুঝতে পেরেছিলেন, তা আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবি মহল আজও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। প্রতিদিনের মিথ্যা প্রচারণা আর ভঙ্গুর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমরা ভাবতে শিখেছি দেশপ্রেমিক বলতে বোধহয় বোঝায় ক্ষমতার শীর্ষে থাকা ওই সব দুর্নীতিবাজ নেতা-নেত্রী, 'ম্যাডাম' অথবা আপারা। আর অবহেলিত, নির্যাতিত গণমানুষের বঞ্চনার ছবি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়ে জাহানারা ইমাম বা শাহরিয়ার কবিরের মত ব্যক্তিরা দেশপ্রেমের সাজানো সংজ্ঞায় অবলীলায় ব'নে যান 'দেশদ্রোহী' বা 'রাষ্ট্রদ্রোহী'।

ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। ছোটবেলা থেকেই আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে দেশপ্রেমের এক বিকৃত সংজ্ঞা। সেই বিকৃত সংজ্ঞার গডডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে আমরা শিখেছি 'দেশপ্রেমিক' ব্যক্তিত্বরা হচ্ছে সিরাজদ্দৌল্লা, রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, বখতিয়ার খিলজী, বারভুঁইয়া, আর শাজাহানের মত যুদ্ধবাজ আর লম্পট রাজ-রাজা আর সম্রাট-সম্রাজ্ঞী। যে সিরাজদ্দৌল্লাকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, বাংলার জন্য অন্তপ্রাণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই সিরাজ কি নিজেই বাংলাভাষা জানতেন? জানতেন না। বেনিয়া ইংরেজদের সাথে বা ফরাসী ঔপনিবেসিকদের সাথে তুর্কি বংশদ্ভুত নবাবের মাত্রাগত পার্থক্য ছিল খুবই কম। আলীবর্দি বা সিরাাজ কেউই তো সে অর্থে বাঙ্গালী ছিলেন না। তাদের বাঙ্গালীদের জন্য অন্তপ্রাণ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ইংরেজরা যে কারণে বাংলায় উপনিবেশ গাড়তে এসেছিল, ফরাসীরাও এসেছিল ঠিক একই উদ্দেশ্যে, তুর্কি-মোঘলরাও তাই। অথচ, স্কুল কলেজের ইতিহাসের বই-এ আমরা কি দেখছি? ইংরেজদের চিত্রিত করা হয়েছে আমাদের দুশমন হিসেবে, অপরপক্ষে ফরাসীদের 'বন্ধু' হিসেবে- কারণ তারা সিরাজ-বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বেনিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে 'বাংলার স্বাধীনতা' বাঁচাতে! নিরন্তর মগজ ধোলাইয়ে আমরা আজ ভুলেই গিয়েছি যে সাম্রাজ্যবাদ আর ঔপনিবেশিকতার ক্ষেত্রে ইংরেজ-ফরাসী-তুর্কি-মোঘলে আসলে কোন ভেদাভেদ নেই। এদের ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্ব বা ক্ষমতার লড়াইকেই বিকৃতভাবে আমাদের সামনে বার বার হাজির করা হয়েছে 'দেশপ্রেমের নিদর্শন' হিসেবে; ক্ষমতালিপসু নবাব চরিত্রগুলিকে দেখানো হয়েছে দেশপ্রেমিক নায়ক হিসেবে। স্কুলের পাঠ্য বইয়ে বর্ণিত সিরাজ তাই কলমের খোঁচায় পরিণত হয়েছেন দেশপ্রেমিক নবাব হিসেবে যার একমাত্র দুর্বলতা ছিল নাকি শিশুসুলভ সারল্য আর অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণতা। কিন্তু সত্যই কি তাই? মোটেই তা নয়। ব্যক্তি জীবণে সিরাজ ছিলেন বরং উচ্ছৃংখল, মদ্যপায়ী, অত্যাচারী আর ব্যভিচারী। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের 'সায়ারুল মুত্তাখারিন' গ্রন্থে আমরা সিরাজদ্দৌল্লার যে ছবি পাই তা রোমের অত্যাচারী সম্রাট নিরোর চেয়ে কম কিছু নয়। আর ফরাসী যোদ্ধা জিন ল, যিনি সিরাজের পক্ষ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তিনি পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত ডায়রীতে লিখেছেন-

> "His (shiraj) character was the worst among all the dictators. He was famous for womanizing, …..everybody knew about his extreme cruelty…..he used to drown the boats in the river….with women and children…and used to enjoy it sitting on the bank…'

এই হচ্ছে সিরাজ- প্রেমময় আর শিশুসুলভ সিরাজ- প্রজাদের কল্যাণে অন্তপ্রাণ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ! আর শাজাহান? এক তাজমহল বানিয়েই তিনি হয়ে গেছেন প্রেমের এক বিমূর্ত প্রতীক । কিন্তু তাজমহল তো শাজাহানের তৈরী নয়, বিশ হাজার শ্রমিকের বাইশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই তাজ। তাজমহলের প্রতিটি ইটে-পাথরে, ঘামে, শ্রমে, নিশ্বাসে, অশ্রুতে মিশে রয়েছে ওরা - শুধু দেশপ্রেমিকদের লেখা ইতিহাসে তারা নেই! কথিত আছে সম্রাট শাজাহান যখন তাজমহল বানাচ্ছিলেন তখন সারা পাঞ্জাবে শুরু হয়েছিল এক অবর্ণনীয় দুর্ভিক্ষ। 'দেশপ্রেমিক' শাজাহানের দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় কোন আগ্রহ ছিল না, যতটা আগ্রহ ছিল তার সদ্য-মৃত স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষায়। প্রায় তিনশ বিশ লক্ষ ভারতীয় মূদ্রায় (তৎকালীন) নির্মীত হয়েছিল তাজমহল - আর এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরীতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল তার অধিকাংশই আসলে বহন করেছিলেন 'শাজাহানের দেশপ্রেমের' কষাঘাতে জর্জরিত দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাসকল।

'দেশপ্রেম'-এর বিষয়ে ধুরন্ধর রাজনীতিবিদদের মগজ ধোলাই এর ব্যাপারটি আরও পরিস্কার হবে পাক-ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, তখন আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানিরা চিহ্নিত করেছিল 'দেশদ্রোহী' হিসেবে আর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত যোদ্ধাদের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' হিসেবে। কিন্তু বাংলাদেশ এবং ভারতীয়দের চোখে সঙ্গত কারণেই তারা তখন ছিল 'মুক্তিযোদ্ধা'। সেই ভারতীয়রাই যারা কিনা বাংলাদেশের ব্যাপারে ৭১'এ এত্ত উদার, কাশ্মীরি যোদ্ধাদের প্রতি তাদের মনোভাব হয়ে যায় আবার ঠিক উলটা। তাদের চোখে কাশ্মীরি জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম তখন হয়ে যায় স্রেফ 'বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন'।

বিচ্ছিন্নতাবাদী আসলে কারা? চতুর রাষ্ট্রীয় প্রচারণার দৌলতে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' শব্দটি 'নাস্তিক' শব্দের মতই জনগণের মধ্যে এক ধরনের নেগেটিভ এপ্রোচ বহন করে। কিন্তু আমাদের বোঝা উচিৎ দুধে-ভাতে থাকলে কেউ বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। বিচ্ছিন্নতাবাদের ধারণা মানুষের মনে উঠে আসে তখনই যখন কোন জনগোষ্ঠি মনে করে যে তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠি দ্বারা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিকভাবে অবহেলিত, নিষ্পেশিত আর নির্যাতিত। পূর্ব বাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 'বিচ্ছিন্ন' হতে চেয়েছিল অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক শোষণের কারণেই। কিন্তু ন'মাস ব্যাপী দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে

বাংলাদেশের উত্থান, তারাই আবার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ক'বছরের মধ্যেই পাকিস্তানি কায়দায় সামাজিক, রাজনৈতিক শোষণের স্টিম রোলার চালিয়ে দিল পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত চাকমা জনগোষ্ঠির উপর যখন তারা তাদের নিজেদের জন্য এক স্বতন্ত্র পরিচয় দাবী করল। ইতিহাসের কি নির্মম পুনরাবৃত্তি! ঠিক পাকিস্তানী স্টাইলেই বাংলাদেশী সেনাবাহিনী চাকমাদের উপর চালালো দমন, নিপীড়ন, গণহত্যা। দেশের মানুষ নয়, 'মাটির প্রতি ভালবাসায়' অন্ধ হয়ে দেশের মানুষও ভাবতে শুরু করল, শান্তিবাহিনী আমাদের পবিত্র জন্মভূমির অঙ্গহানী ঘটাতে চায়। সরকারের কৌশলী প্রচারণায় শান্তিবাহিনীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামের উপর এঁটে দেওয়া হল 'বিচ্ছিন্নতাবাদের' তকমা! ভারত সরকারও একই কৌশল অবলম্বন করেছে কাশ্মিরে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলনকে দমন করতে। দেশপ্রেমের সাজানো সংজ্ঞায় আমরা প্রায়শঃই ভুলে যাই যে, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক আর সাংস্কৃতিক শোষণ যখন লাগামছাড়া, সেই সমাজ থেকে কোন জনগোষ্ঠি যদি বেরিয়ে আসতে চায়, তবে তাদের সেই উচ্চশির স্পর্ধিত সংগ্রামকে প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষেরই আসলে অভিবাদন জানানো উচিৎ। নিপিড়িত, নির্যাতিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের কথা ভুলে গিয়ে আমরা আনেক সময় দেশের ইমেজ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ি। শোষিত মানুষের আধিকার আদায়ের সংগ্রামকে অভিনন্দিত না করে দেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় অঙ্গহানীর ব্যথা অনুভব করি। শোষণের যাঁতাকল পিস্ট করে কেউ যদি বেরিয়ে আসতে পারে, ওই বিচ্ছিন্ন অংশটা কিন্তু হয়ে দাঁড়াবে মুক্তিকামী কিছু মানুষেরই জয়ের প্রতীক - যা কিনা ভবিষ্যতে বহু মুক্তিকামী মানুষকেই স্বাধীকার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে। এই স্বচ্ছতাটুকু অন্ততঃ আমাদের থাকা উচিৎ ছিল।

> 'দেশ মাটিতে নয়, দেশ মানুষে তৈরী - এই সত্যকে মাথায় রেখেই আজ আমাদের 'দেশপ্রেমী' ও 'দেশদ্রোহী' শব্দগুলোর সংজ্ঞা খুঁজতে হবে' - *প্রবীর ঘোষ, প্রধান সম্পাদক, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি*

২

ডঃ জাফর উল্লাহ কিছুদিন আগে মুক্তমনায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটির শিরনাম ছিল 'Bangladesh über Alles.' প্রবন্ধটি বহু দিক থেকেই ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। যারা এই প্রবন্ধটি পড়েননি তাদের অবগতির জন্য এই প্রবন্ধটি থেকে দু'চার কথা পাঠকদের উদ্দেশ্য তুলে ধরছি। তার প্রবন্ধের শিরনামটি নেওয়া হয়েছে জার্মানীর জাতীয় সঙ্গীত থেকে। জার্মানীর জাতীয় সঙ্গীতটি হল -'Deutschland über Alles'। এর মানে - 'Germany Above All' (জার্মানী সবার উপরে)। কাজেই 'Bangladesh über Alles' এর অর্থ দাঁড়ায় 'বাংলাদেশ সবার উপরে'। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে ডঃ উল্লাহ দেখিয়েছেন দেশে এবং দেশের বাইরে ইদানিং এক মহা-'দেশপ্রেমিক' শক্তির আবির্ভাব হয়েছে যারা যে কোন মূল্যে দেশের ভাবমূর্তিকে আকাশে তুলে ধরতে চায়! বাংলাদেশে যাই

ঘটুক না কেন, ‘Bangladesh über Alles’ এ আক্রান্ত দেশপ্রেমিকেরা নাক সিঁটকিয়ে বলতে থাকেন - ‘কই কোথাও তো কিছু হয়নি ! সব আপনাদের বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা’। এই ‘Bangladesh über Alles’ এ আক্রান্ত দেশপ্রেমিকদের উগ্র দেশপ্রেমের আলামত পাওয়া গিয়েছিল যখন ২০01 সালের নির্বাচনের পর পরই সারা দেশব্যাপী সংখ্যালঘু নির্যাতন শুরু হল, দেশী পত্র-পত্রিকায় ক্রমশঃ আসতে শুরু করেছে খুন ধর্ষণ, লুট-পাটের হৃদয়বিদারক সমস্ত খবরাখবর- এই সমস্ত দেশপ্রেমিকের দল মুখে কুলুপ এঁটে বলতে থাকেন - ‘হিন্দু নির্যাতন? কই, কোথায়? সবই আওয়ামী-বাকশালী প্রচারণা।’ ফরহাদ মাঝহারের মত তাত্ত্বিক দার্শনিক পর্যন্ত তার ‘বাংলাদেশের জন্য খারাপ খবর’ নামে একটি প্রবন্ধে সেসময় বলেছিলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন নয়, বাংলাদেশের জন্য আসল খারাপ খবর হল দেশের বাইরে কিছু মহলের দেশের সুনাম ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা! আর যথারীতি তিনি এই অপচেষ্টার পেছনে ভারতীয় নীল নক্সা আবিস্কার করে ফেললেন। বুঝুন তাহলে দেশের মগজ-ব্যাচা বুদ্ধিজীবিদের দশা! শেষ অব্দি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও যখন হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ব্যাপারে উৎকন্ঠা প্রকাশ করে রিপোর্ট প্রকাশ করল, তখন বোধহয় সবার টনক নড়ল। এবারে তারা মিন মিন করে বলা শুরু করলেন, ‘হ্যা কিছু একটা হয়েছে বটে, কিন্তু গুজরাতের মত ভয়াবহ তো আর নয়!’ ইন্টারনেটে ‘ওয়াচ ডগ’ হিসেবে সুপরিচিত একটি মানবাধিকার সংগঠন সেসময় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে কাজ শুরু করতে শুরু করল। তারা তাদের কার্যকরী campaign এর মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠন ও প্রচার মাধ্যমের চোখ খুব তাড়তাড়িই বাংলাদেশের দিকে ফেরাতে সমর্থ হলেন। এমন অবস্থা যখন চলছিল, কিছু প্রবাসী বাংলাদেশীদের তৎপরতা লক্ষ্য করা গেল যারা যে কোন মূল্যে ওই সংগঠনটিকে ‘সাম্প্রদায়িক সংগঠন’ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। অচীরেই ‘Bangladesh über Alles’ এ আক্রান্ত এই সব প্রবাসী বাংলাদেশীরা ওই সংগঠনটির সাথে ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তি BJP এর একটি কাল্পণিক যোগসূত্র আবিস্কার করে ফেললেন। দেশপ্রেমের বন্যায় ভাসতে ভাসতে তারা আনেক কিছুই রাতারাতি আবিস্কার করে ফেলেন, কিন্তু মুল বিষয়ের প্রতি তারা সেজে যান এক্কেবারে বর্ণান্ধ । বিগত নির্বাচনের পর পরই নব নির্বাচিত জামাত-বি এন পি সরকার হিন্দু জনগোষ্ঠির উপর যে স্টিম রোলার চালিয়েছিল তার দৃষ্টান্ত বোধ হয় সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিরল। কিন্তু তবুও তা বোধ হয় ‘দেশের ভাবমূর্তির’ কাছে নিতান্তই তুচ্ছ।

একটা সময় বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ৩০-৩২ ভাগ জনগোষ্ঠি ছিল হিন্দু। হিন্দুদের সংখ্যাটা আজ নামতে নামতে ১০-১২ ভাগে এসে দাড়িয়েছে। ফি বছর দেশে একেকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় আর বিরাট সংখ্যায় হিন্দুরা বাধ্য হয় দেশ ত্যাগে। এমনি ধারা চলতে থাকলে আর বছর বিশেক পরে ‘হিন্দু’ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব এ দেশে থাকবে না। মুক্তমনার একটি নিবন্ধে এই বিষয়ে আলোকপাত করে একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল সংখ্যালঘু নির্যাতনের

উপর ফোকাস করে। ব্যাস - সাথে সাথে আমার কিছু ‘শুভানুধ্যায়ী’ সেই লেখায় সাম্প্রদায়িকতার আলামত আর মুক্তমণার মধ্যে Hindu Unityর গন্ধ খুঁজে পেলেন। প্রগতিশীলতার লেবাস লাগানো এক অর্থনীতির অধ্যাপক একটি ফোরামে বুক ফুলিয়ে বলেই বসলেন উনি নিজে নাকি একাত্তরের চেতনা সমুন্নত রাখার জন্য লেখেন আর আমি নাকি লিখি হিন্দু বিজেপিকে তুষ্ট করার জন্য! বাংলাদেশে নির্যাতিত নিপীড়িত কোন জনসমষ্টির কথা তুলে ধরলে যদি বিজেপি করা হয়, তবে আমার আর কিছু বলবার নেই। সবচাইতে মজার ব্যাপারটি হল, যে মুক্তমনাকে উনি ‘বিজেপি’ চিহ্নিত করে আনন্দ পাচ্ছেন, সেই মুক্তমনা ওয়েব-সাইটের প্রথম পৃষ্ঠাতেই রাখা একটি পিটিশনে (‘Campaign to Stop Funding Hate (SFH)’) আমেরিকা সহ উন্নতবিশ্বের কোম্পানিগুলোর কাছে বিজেপিসহ হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলোকে (Hindu Supremacist movement (Hindutva)) কোনরকম আর্থিক আনুদান না দেওয়ার জোড়ালো আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রায় তিনহাজার সচেতন মানুষ ইতিমধ্যেই এই পিটিশনে sign করেছে। মুক্তমনায় পিটিশন রয়েছে ইসরায়লী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনী জনগণের অধিকার রক্ষারও। আমি নিজে প্যালেস্টাইনী আর কাশ্মীরি মুসলিমদের স্বাধীকারের দাবীকে সমর্থন করে বহু প্রবন্ধ লিখেছি। এর সবগুলোই মুক্তমনা ওয়েব সাইটে রাখা আছে। গুজরাতের দাঙ্গাকে ‘মুসলিম জনগোষ্ঠির উপর বর্বরোচিত গনহত্যা’ আখ্যা দিয়ে মুক্তমনায় সঙ্কলিত হয়েছে একাধিক নিবন্ধ। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন আর আবু গারীবে নির্যাতনের প্রতিবাদে লেখা হয়েছে অসংখ্য প্রবন্ধ। তারা কি এসব জানেন না? জানেন। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথা বলতে গেলেই ‘মুক্তমনা’ হয়ে যায় বিজেপি! Bangladesh über Alles সিন্ড্রোমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গণমানুষের এই উদগ্র দেশপ্রেম আর সঙ্কীর্ন ‘জাতীয়তাবোধের খারাপ দিকটি সম্বন্ধে অনেক আগেই মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে কবিগুরু তার সাহসী কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন - ‘সঙ্কীর্ণ জাতিপ্রেমই স্বার্থপরতার সূত্রপাত, আর স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।’ ১৯১৬ সালে জাপান ও আমেরিকায় প্রদত্ত কিছু ভাষণে কবিগুরু ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক শক্তির আড়ালে লুকিয়ে থাকা সাম্রাজ্যবাদ আর যুদ্ধোন্মাদনার মুখোশ উন্মোচনে প্রয়াসী হন -

> *'The nation with all its paraphernalia of power and prosperity... cannot hide the fact that the Nation is the greatest evil for the Nation.... Nationalism is a great menace'*

হিটলার, স্টালিন, বুশ, নেপোলিয়ন, মুসোলিনি, সাদ্দামের উদাহরণগুলো দেখলে বোঝা যায় অন্ধদেশপ্রেম আর জাতীয়তাবোধ কিভাবে একটি মানুষকে দানবে পরিণত করতে পারে। জন্মভূমির প্রতি উদগ্র মোহ সব সময় কিন্তু ভাল কিছু নয়।

রবীন্দ্রনাথের কথায়, ‘The complete man must never be sacrificed to the patriotic man. ... To me Humanity is rich and large and many-sided.’

আমি এই নিবন্ধটিতে প্রচলিত সংজ্ঞা থেকে সরে এসে যুক্তির আলোয় দেশ এবং দেশপ্রেমকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি। মুক্ত-মনার সম্মানিত পাঠকদের কাছে এটি হয়ত চিন্তার খোরাক যোগাবে। এর ইংরেজী অনুবাদটি একসময় বেশ কিছু জনপ্রিয় সাইটে পাঠনো হয়েছিল। আমি ভাবিনি যে এটি ছাপা হবে। কারণ, আমার প্রবন্ধটি Politically Incorrect রচনা। এ রচনায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, আর ‘পবিত্র’ ভূমির প্রতি মোহ ত্যাগ করে নতুন করে দেশের সংজ্ঞা নির্ধারণ করাার আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু আমার প্রবন্ধ টি সে সাইটগুলোতে ছাপা হল এবং বেশ ক’জন পাঠক আমাকে ই-মেইল করে আমার সাথে সহমত পোষণ করেছেন।

****

ধন্যবাদ সবাইকে।

অভিজিৎ।
ইমেইল - charbak_bd@yahoo.com
২৫/০২/২০০৩